কবি-জীবনী

অশোক গুহ

নিজের জীবনী লিখতে চান নি কবি।

কবির কাছে তাঁর জীবনের কথা শুনতে চেয়েছেন অনেকে, কিন্তু কবি রহস্যের হাসি হেসেছেন। তাই রহস্যময় থেকে গেছে, তাঁর জীবনী। একবার লেখিকা বেগম শামসুন নাহার জানতে চেয়েছিলেন কবির জীবনের ছোটখাট কথা।

কবি তাঁকে লিখেছিলেন, আমার জীবনের ছোটখাট কথা জানতে চেয়েছে। বড় মুশকিলের কথা, ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং তাও আমার লেখায় পাবে। অবশ্য, লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার, ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেছে। ..তোমরাও ঠিক ভালবাস আমাকে নয়, আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আমাকে নিয়ে কেন টানাটানি ভাই ?

কবি এমনি করে এড়িয়ে গেছেন তাঁর জীবনের কথা। হয়তো এ এড়ানোও নয়। কবির পরিচয় তো তাঁর কাব্য। সেই কাব্য থেকেই বের কর তাঁর পরিচয়। কিন্তু মানুষ তো কাব্যের পরিচয় নিয়েই খুশি হতে পারেনা। সে চায় তার প্রিয় কবির জীবনের ছোটখাট ঘটনাগুলো জানতে, চায় তার কবির কবিতার উৎস সন্ধান করতে।

তাই কবিকে যাঁরা চেনেন, জানেন, তাঁদের স্মৃতিকথা শোনার এত লোভ।

কবি না বলুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু দাবি মানতেই হবে।

তাই এগিয়ে এসেছেন বন্ধুরা, অনুরাগী ভক্তরা। তিলে তিলে জীবনের মাল-মশলা জড়ো হচ্ছে।

ছেলেবেলার মাল-মশলা জোগাড়ের ভার নিয়েছেন আনওয়ারুল ইসলাম সাহেব। তিনি চুরুলিয়া আর তার আশেপাশের গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন খবর। গ্রাম্য বৃদ্ধ আর আত্মীয় স্বজন দিয়েছেন সে খবর। কবির ছেলেবেলার জীবনী এই ভাবেই জানা গেল। কবি যেদিন ঘর-ছাড়া হলেন, সেদিনকার রুটির দোকানের চাকরি, দরিরামপুর ইস্কুলের খবর, এইসব জোগান দিয়েছেন সেখানকার লোকেরা। খ্যাতনামা সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তখন কবির পরিচয় হয়। তিনিও কিছু লিখেছেন। তারপরে শিয়ারশোল ইস্কুলের পর্যায় জীবš- করে তুলেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তারপরে করাচীর কথা। সেকথা কেউ লেখেননি। লিখতে পারতেন শম্ভু রায়, কিন্তু তিনি লেখননি। লিখতে পারতেন অধিক্রম মজুমদার ও বাঘা সোম, কিন্তু তাঁরাও নীরব। সেখানে শূন্যস্থান আর পূর্ণ হয়নি। তাই রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে। আগে তো সবাই জানতেন, তিনি গেছেন মেসোপটোমিয়ার রণাঙ্গণে। কিন্তু আজ জানা গেছে, বাঙ্গালী পল্টন করাচীর বেশী দূর যায়নি। তবে কবি তাঁর কল্পনায় দেখেছেন ইরাণ, তুরাণ, সেখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে গেছেন এক হয়ে। শুধু-কি তাই। তার মন গানজালাইন ছেড়ে হিণ্ডেনবুর্গ লাইনে ছুটে গেছে।

কবির জীবন এবার শুরু হল কলকাতায়। এখানকার বন্ধুরা লিখলেন, ভক্তেরা লিখলেন।

ভারত বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা মুজফফর আহমদ তাঁদের মধ্যে একজন। আর লিখলেন কবির অনুজ-প্রতিম বন্ধু কবি আব্দুল কাদির, কবির অনুরাগী খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন। লিখলেন বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নলিনীকাং- সরকার হুগলী জেলার কথা। লিখলেন হুগলীর দিনগুলির কথা শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, লিখলেন ব্রজবিহারী বর্মণ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল¬াহ এবং কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। ভারতীয় গোষ্ঠির লিখলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। ফরিদপুর সফরের কথা লিখেছেন কবি জসীমউদ্দিন, আবদুল হালীম লিখেছেন ইলেকশনের ভোট অভিযানের কথা; ঢাকার কথা লিখেছেন কবি বুদ্ধদেব বসু, চট্টগ্রামের কথা লিখেছেন সুলেখিকা বেগম শামসুননাহার ও তাঁর ভ্রাতা হাবিবুল¬াহ বাহার। কিন্তু কুমিল¬ার দিনগুলির কথা কুমিল¬ার কেউ লেখেননি বলেই মনে পড়ছে। তাই সেখানেও শূন্যস্থানের বাকিটুকু রয়ে গেছে।

আবার কবির ইউরোপে রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রার ধারা বিবরণীও নজরুল নিরাময় কমিটির সম্পাদক রবিউদ্দিন আহমদ এখনো সকলের সামনে পেশ করেননি। তাও করা দরকার। সেখানেও আছে শূণ্যস্থানের অপূর্ণতা।

তবু কবির জীবন ও মানস নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা এই তথ্যগুলি এন জড়ো করেছেন, জীবন আর মানসকে মিলিয়ে দেখার এবং দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আজহার উদ্দিন খান সাহেবের নাম উলে¬খযোগ্য। তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যে নজরুল’ এক স্মরণীয় প্রচেষ্টা।

‘নজরুল রচিত মানস’-এর লেখক ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তও বহু পরিশ্রমে জীবনী এবং মানসের ইমারত গড়ে তুলেছেন।

কিন্তু এখনো কবি জীবনের ইমারত গড়া শেষ হয়নি। কেঁউ বা লিখতে গিয়ে নিজের কথা বলেছেন, কেউবা স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে ভুল করে বসেছেন। তবু মোটামুটি একটা আদ্রা দাঁড়িয়ে গেছে। একটা ছক মিলে গেছে। এই ছকেই এগুতে হবে এ পথে।

ভিত্ তৈরি করতে হবে, ইমারত গড়ে তুলতে হবে, ফাঁকগুলো বুজিয়ে দিতে হবে। তবে তো সম্পূর্ণ হবে তাঁর জীবনী। সে জীবনীকার আসুন, আমরা তাঁকে জানাচ্ছি আহবান।

আমরা সেদিন পাব কবি নজরুল আর মানুষ নজরুলের অভিন্ন পরিচয়। গানের পাখি, তাকে গানের কথাই জিজ্ঞাসা কর, নীড়ের কথা জিজ্ঞাসা করো না। নিজেই বলতে পারবে না সে, কোথায় ছিল তার নীড়। কবি বলতে না পারলেও জীবনীকার সে কথা কথা বলবেন। আমরা সেই জীবনীকারের পথ চেয়ে রইলাম।